দৈনিক ইনকিলাব

APR. 29 2002

ইনকিলাব ঃ গতকাল (রবিবার) তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সংঘর্ষকালে (বাম থেকে) পুলিশ একজন ছাত্রকে ঘেরাও দিয়ে পিটাচ্ছে। আরেকজন ছাত্র গেটের উপর দিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় পুলিশের পিটুনি। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে এবং অপর ছাত্রকে প্রহার করছে। ইনসেটে নিহত শরীফুলের লাশ

তেজগাঁও পলিটেকনিকে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষে আহত ১৫ ইনস্টিটিউট বন্ধ ❑ ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গুলীতে একজন ছাত্র নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল (রবিবার) তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের সাথে পুলিশের ৫ ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে পুলিশসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। সংঘর্ষকালে পুরো এলাকা গুলী, বোমা, টিয়ার শেল ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় টঙ্গী ডাইভারসন রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে সকল যানবাহন বাংলা মোটর, ফার্মগেট, এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী হয়ে চলাচল করে। এ কারণে ওই রুটে দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। এতে যাত্রীসাধারণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জানা যায়, শনিবার দিবাগত রাত ১১টার পর পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে ক্রসফায়ারে গুলীবিদ্ধ হন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কেমিক্যাল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শরীফুল ইসলাম (২০)। জহির রায়হান হলের চতুর্থ তলার ৪১২ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সংঘর্ষকালে তিনি নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। তার সহকর্মীরা জানান তিনি চতুর্থতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিলেন। তার পিতার

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

তেজগাঁও পলিটেকনিকে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাম নুরুল ইসলাম।

টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর থানার রাদুরা গ্রামে তার বাড়ী। রাত পৌনে ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সংঘর্ষে আরো ৫/৬ জন আহত হন। শরীফুল নিহত হবার ঘটনা রাতেই পলিটেকনিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকে। ৮টায় তারা মিছিল নিয়ে রাস্তায় চলে আসে এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। তারা টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এ সময় বেশ কয়েকটি গাড়ী ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দুই শতাধিক ছাত্র পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একপর্যায়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা চালায়। তখন ছাত্ররা মারমুখো হয়ে উঠে। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে মারতে থাকে। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্য এবং পরে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। সংঘর্ষকালে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন ভয়ে ছোটোছুটি করতে থাকে। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ টঙ্গী ডাইভারসন রোড ও মহাখালী বাস টার্মিনালের কাছে ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে বাংলামোটর, ফার্মগেট, এয়ারপোর্ট রোড ও মহাখালী হয়ে যানবাহন চলাচল করতে থাকে। এতে ওই রুটসহ আশপাশে তীব্র যানজট লেগে যায়। এতে অনেক মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

সংঘর্ষে পুলিশসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ও আশপাশ থেকে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করে। আহত পুলিশ সদস্যদের রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত থেকে থেমে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউট ৭ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

তেজগাঁও এলাকায় পুলিশ-সন্ত্রাসী সংঘর্ষের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায়ই মাদক ব্যবসায়ী, চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াইকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে থাকে। একশ্রেণীর অসৎ পুলিশ কর্মকর্তা এর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে একজন ওসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ওসি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। কাওরানবাজারের শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নানের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কামালকে গ্রেফতার করার পরও থানা থেকে সে পালিয়ে আসে। এজন্য দু'জন দারোগা ও একজন কনস্টেবলকে সাসপেন্ডও করা হয়। কিন্তু ওসি'র কিছু হয়নি। বরং তিনি চেইন অব কমান্ডের তোয়াক্কা না করে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন সরাসরি। শুধু তাই নয়, ওই সন্ত্রাসী কামালকে দিয়েই তিনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রতিবাদ করিয়েছেন। বিজ্ঞাপনে ওই সন্ত্রাসী নিজেকে ব্যবসায়ী দাবী করে বলেছে, "আমাকে কেউ গ্রেফতার করে থানায় নেয়নি। আলোচনার জন্য ডেকে নেয়া হয়েছিল। পরে আমি চলে আসি।" তাই স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছে যে, তেজগাঁও থানার ওসি আর সন্ত্রাসী কামালের খুঁটির জোর কোথায়?